১৩৩৭

প্রকাশক :
ভোলানাথ হাজরা
১০, রাণীসাগর ইষ্ট, ঘাট নং ১
বর্ধমান

মুদ্রাকর :
শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৭২

রহস্য পরিচিতি	১	বুভুক্ষু বুকের মাঝে	৩০
হাসি	২	নিরুপায়	৩১
মেঘদূত	৩	অতৃপ্তি	৩১
বার মাসের রূপকথা	৩	অভিসারী আকাশ	৩২
জীবনের বেদ	৪	পথের মূক ধুলো	৩৩
অঙ্গীকার	৫	প্রবাহ প্রতিম	৩৪
লাল দিন	৫	বুকের হাপরে	৩৬
শুনি কার পদধ্বনি	৬	আমাদের আদিম নারী	৩৭
আবিষ্কার	৭	মানস সরোবরে	৩৮
এগিয়ে চললো কাল	৭	চিনেছি তাকে	৩৯
সেই তো পরম সুখ	৮	অপঘাত কাটিয়ে উঠেছি	৪০
শীতের গান	৯	কে ও ?	৪১
দূর আগামী	৯	আমরা গর্বী শিশু	৪১
সৌরপতি সেন	১০	মিলনায়তনে	৪৩
এলো যারা শহীদ শতকে	১১	রেশ	৪৪
মাটি আর আকাশ	১২	নৃশংসতার অধ্যায় কে অতিক্রম করে	৪৫
সবার রবীন্দ্রনাথ	১২		
যুগ যুগ ধরে	১৩	মাটির মোহরে ছাপা	৪৬
পৌষে প্রথম রোদে	১৪	আমাকে যেতে দাও—আমাকে	৪৬
ধানকাটা	১৬	শহর থেকে দূরে	৪৮
'বসুধা'-কে	১৭	মাটিতে পা রেখে—মানুষ	৫০
এখনো মরে নি বান	১৯	ওরা	৫১
পথ পারাবার	১৯	বাংলা	৫২
গাঁয়ে গাঁয়ে খোলা বইয়ের পাতায়	২০	আলাভোলা ! আহা !	৫৩
শেক্ষপিয়র	২২	আজ এই বসন্ত বাতাসে	৫৪
উপায় করেছি	২৩	জয়ং দেহি	৫৬
মরা রাত নামে	২৪	কথায় বলে	৫৭
মরৎ	২৫	একান্ত—এ	৫৭
উদীচীর হিমশ্বাসে	২৭	ভূর্ভুবঃস্বঃ	৫৮
জন্ম জন্ম এই প্রণালীর পথপ্রদর্শক	২৯	শহরিকার শূন্যে ঝরা	৫৯

রহস্য পরিচিতি

কবির ব্যঞ্জনাময়ী ভাষার আলোকে
উত্তীর্ণ আনন্দরসলোকে
প্রত্যয়-প্রতীক সত্য কল্পনায় অমূর্ত জগৎ
রূপের ইঙ্গিত তাই অভিনব গভীর বৃহৎ।

সাংকেতিক বাগ্‌ভঙ্গী রূপধারণায়
কল্পনার ধর্ম সে যে রূপক সংজ্ঞায়
সচেতন সত্যের সন্ধানী
বিচিত্রতা আনি
বিজ্ঞানের গভীরেই কল্পনা অসীমা
অনিরূপ্য অলক্ষের সঞ্চারণ সীমা
রঞ্জিত স্মরণে,
আজন্ম সঞ্চিত স্মৃতি মনের গহনে
অতল গভীরে কার ভাব অনুমিত
শিল্পে আকরিত।
ভাবের ভাষায় তাই রূপক আভাস
অপূর্ব আস্বাদময়—ভাবদীপ্ত শ্বাস,
আভাসই কাব্যের ভাষা
বিস্মৃতির স্বপ্ননীড়ে বাণী বীণা ইন্দ্রজাল খাসা।

অরূপের রাজ্যে গতি—সভ্যতায় বস্তু মূল্যমান
প্রতি অনুকণা প্রাণ
মহীরূহ সম্ভাবনা, বিশিষ্ট প্রতীক—
অমৃত পিপাসা মাঝে সেই সাঙ্কেতিক,

প্রচ্ছন্ন প্রহেলিময় অনন্তের অনুভূতি অমা
সংহতি সুষমা :
মানবের পরিত্রাণ ফুলে ফলে পরিপূর্ণ করে মধুরিমা
সৌরভ বাড়ায় হাত রহস্যের সমীক্ষার সীমা ॥

হাসি

মানুষের জন্মগত মাণিক্যের রুচি,
হাসির ঝলিত কান্তি সমবেদনায়
অঙ্গ তার ঝলমল বুদ্ধির বিভায়
অশ্রুর ঐ ইন্দ্রজাল পরিপ্লব শুচি ।
পুষ্পিত অধ্যায় শৈলে সূচনায় সূচী
পঙ্গু ও নিশ্চল মর্মে ব্যঙ্গ তাড়নায়
অমরের আশীর্বাদে ধরণী রাঙ্গায়
মানবস্নায়ুর মর্মে রস অভিরুচি ।

এ হাসি কখন রঙ্গ স্বচ্ছ অনাবিল
এ হাসি কখন ব্যঙ্গ সংগত শোভায়
এ হাসি কখন শ্লেষে—সুখ সুপ্ত সুর,
কোথাও বা লীলায়িত স্নিগ্ধ সাবলীল
আনন্দে উদ্বেল স্বপ্ন প্রাচুর্যপ্রচুর
বেদনা গভীরে তাই পিপাসা মুকুর ।

মেঘদূত

ধরণীর ধূলি পরে নিত্য নিকেতনে
বিরহিণী প্রিয়া মোর অমলিন দূত.
এ মহা ভিক্ষুক সাধ—অয়ি মেঘদূত
মৌন রিক্ত নিরাশ্বাস তপক্লান্ত ক্ষণে।
হৃদয়ের পত্রপুটে আকুল নয়নে.
বাসনা খুঁজিছে শান্তি পার্থিব অযুত
নিখিল প্রণয়ী কবি—মরমের দূত
বিবশা সন্ন্যাসী যেন ব্যথাঙ্কিত মনে।

মরমেরে ব্যঙ্গ করি—মহামন্ত্র সীমা
এ মহা বরষা বক্ষে বিশ্ববাণী ধাম
পরম বেদনা স্তব্ধ বিশাল বিশ্রামে ;
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত অমর মহিমা—
অনন্ত পিয়াস বহে পূর্ণ পরিণাম
শাশ্বত কালের কথা এক পুণ্য নামে।

বারমাসের রূপকথা -

দাম্ভিক বৈশাখী ঝড়ে লেলিহান অদৃশ্য অমল,
হিংস্র চুম্বন জ্যৈষ্ঠ—নিষ্কলঙ্ক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ,
আষাঢ় অধীর মোহ প্রোতাশ্রায় মর্ম অপরূপ,
দূরাশায় শশঙ্কিত অন্তরের আরক্ত কমল।
গম্ভীর শ্রাবণ শমে এ মাটি যে সৌরভ বিহ্বল,
কামনা কম্পিত ভাদ্রে মধুময় অরণ্যের রূপ

অসহ্য লজ্জায় ফোটে অবিকৃত বঞ্চনা স্বরূপ
আগমনী আশ্বিনের নীলাভায় ভীষণা উজ্জ্বল।

সৌন্দর্য সুষমা মুগ্ধ কার্তিকের ক্লান্তি কুয়াশায়
গৌরব অধ্যায় মেলে অঘ্রাণের হিমের চুম্বন
স্বাধ্যায় প্রকাশে পৌষ নির্বাণের সীমান্ত সীমায়,
বন্ধ্যা মাঘ দীর্ঘশ্বাসে শিশিরের প্রণয় বন্যায়
ফাল্গুন বিলায় আশ অভিন্নের আত্মসম্পাদন
চৈত্রের ঝঞ্ঝায় ওঠে চিরন্তন অমর বিদায়।

জীবনের বেদ

আঁধারের ছিন্নপত্র ধূসরিত হিম
অসহ্য বেদনা ভরা ধরণী—দীনের,
দুঃখের ক্রন্দন বাজে—রিম্ ঝিম্ রিম্,
বধির প্রভাতে ঝড়ে—ঘাম স্বপনের।
রবির রেখায় ঘন জমাট উল্লাস
অবশ দিবস হরি সারাদিন মান
বর্বরতা নগ্ন নৃত্যে মিছে পরিহাস
অনন্ত অশেষ রোদে দগ্ধ দিনমান।

হিংসা আর বিদ্বেষের ক্ষুধার্ত নূপুরে
আবেগের প্রচণ্ডতা নিশীথে দুপুরে,
আনন্দ আভাসে জাগে চূড়ায় চূড়ায়—
বিলম্বিত রক্তসূর্য স্নান মুখচ্ছেদ,
কম্পমান সারাবেলা, অবসর চায়—
পরিতাপজর্জরিত জীবনের বেদ।

অঙ্গীকার

মহাযুদ্ধ শেষ হল, কলঙ্কিত ক্রুদ্ধ জনমতে
ভঙ্গুর পৃথিবী হল। ক্ষমতায় আনত আপ্রাণ
পথের ধূলোর ডাকে বন, জন, সতেজ সজ্ঞান
একথা নিশ্চিত স্বপ্ন—জীবনের শেষ কোন মতে!
বাহুর মিছিল চলে অভাগার অস্তিত্ব প্রসার
প্রকৃতি সম্পদ বাড়ে—ক্রোধ হিংসা ঘৃণা লাভ ক্ষতি
কত শত বাণী ধ্বনি—বাস্তবের ঝুটা পরিণতি,
পুরাণ স্তিমিত কান্তি। আছে কি সে আশার সঞ্চার
এ মাটিতে মানুষের পদচিহ্ন রাখা যাবে কি না?
যুগের আঘাত নিয়ে সভ্যতার তৃষিত প্রাঙ্গণ
বিশ্বের শোভন সঙ্গী অধিকারে সীমান্ত সৃজন
নিগূঢ় গোপন কথা পৃথিবীর মহামাটি কি না?
মৃত্যু যার প্রতিবেশী পরিমিত নূতন নির্মাণ
নিরাপদ পরিণতি অঙ্গীকার—মানব প্রমাণ॥

লাল দিন

মিছিলের লাল দিন সংগ্রামের রক্তিম স্বাক্ষর
নেপথ্য প্রচ্ছদে ঢাকা জনতার পার্থিব হৃদয়
কথার আগুন খেলে, আত্মঘাতী ইতিহাস ভরা
ভিখারী আমরা আজো নিরুপায় মুক্তির উল্লাস।
এখনো ঘুচলো না যে প্রাণাতঙ্ক দৈব দুর্বিপাক
স্বাধীন সত্তার সখ—নিষ্ফল গুরুত্ব নিয়ে মরে।
বস্তির বিক্ষোভ আর প্রতিশ্রুত মৃত্যুর ভ্রুকুটি
আদিম কুটিল ক্লীব—প্রভুত্বের আজো ক্রীড়নক।

জাগ্রতযৌবনা ভাগে—যুগক্ষুধা জ্বালায় আগুন,
এ মৃত্যুর কটা দিন—জীবনকে চিনতে দেবে কি
ভূগোল রঙ্গিন হবে, অভুক্তের আগামী উজ্জ্বল—
উত্তর পক্ষের বক্ষ সবুজের ফুল্‌কিতে লাল।
গর্ভের ক্রন্দনে শুনি বঞ্চিতের উজ্জীবন পণ
মৃত্যু চিহ্ন মুছে দেবে সমুদ্রের আগত সকাল॥

শুনি কার পদধ্বনি

প্রবন্ধ নিবন্ধ গল্প গীতিনাট্য রম্য উপন্যাস—
আমার লেখার শেষে চিরকাল আরো লেখা হবে,
জানিতে ছিল যে সাধ—আরো কত কথা কেউ কবে
মানবতরঙ্গ যেন ধ্বনিময় ব্যাকুল বিন্যাস।
ভুলবো না কোন দিন ব্যঙ্গময় উলঙ্গ প্রকাশ,
মৃত্যুর আঁখরে কার মাঠে মাঠে সোনালি উৎসবে
প্রেমের সবুজ স্রোত স্বপ্নগন্ধ ছড়ায় নীরবে—
শুনি আমি কান পেতে—বহে আনে মাটির বাতাস।

শুনি কার পদধ্বনি অনন্তের অগাধ অবাধে
স্বপ্নের বেদনামুগ্ধ অনাবিল রাঙা রোদ ঝড়ে,
হিমেল নিভৃত ঘামে—ঝিলমিল কামনার স্তরে
গোপন প্রাণের খেলা খেলে যেন বিজন আস্বাদে।
সবুজ সূচনা আনে সাদা কালো মাটির উপরে
এ মাটির বুক চিরে নীলাম্বরী রাখে যে স্বাক্ষর॥

আবিষ্কার

স্নেহময় ধরণীর মৃত্তিকার চির আবরণে
মরণের দানে পূর্ণ—করি আমি নব আবিষ্কার :
নীরব সঙ্গীত পূর্ণ অগণিত সবুজ অঙ্গুলি
প্রণয় উন্মুখ প্রাণ, পরিম্লান চির অপেক্ষায়।
আপনার মেঘমন্ত্রে জীবন্ত এ অশেষ প্রণয়
বিনীত জীবন করে পথ, ভূমি, সকল প্রকৃতি
শ্যামল আনন্দে মগ্ন ছায়ালোক কম্পিত লজ্জায়
অমর করিতে ধরা অলক্ষিতে অমিয় চুম্বনে।

আনন্দে পূরিল ধরা   শ্যামলের নীরব গৌরব
ভরে দিল নিজ হাতে জীবনের সৌন্দর্য সম্পদ।
অঙ্গে অঙ্গে লাগে দোলা। রঙ্গে রঙ্গে আলোকের স্রোতে
যে দীপ জ্বালাল শ্যাম—জ্বলে আজো জ্বলন্ত শিখায়,
গেয়ে উঠে জীবনের কালস্রোতে সুন্দরের গীত
নরের পাঁজরে নিত্য আজো তাই রচে স্বপ্নালোক।

এগিয়ে চললো কাল

এগিয়ে চললো কাল, তিলে তিলে ক্ষয়িত সবাই
কালকীটে ক্লিষ্ট রিক্ত,—যন্ত্রণার উদ্রিক্ত গরলে
নামে ঢল্ টলটলে—বেদনাবিহ্বল স্ফীতি, তবু
অশ্রুর করুণ আশা—অন্তহীন শুধু ভালবাসা।
কাজ নেই সেই সূত্রে যথাযথ নামধামে আর
কৌতূহলী কেনই বা অশরীরী পুরাণ প্রেক্ষায়

আয়ত নয়ন দীপে আনকোরা রমণীয় রূপ
দিনান্ত প্রতীক্ষা প্রান্তে সপ্রশংস চাউনি সবার।

যৌবন যন্ত্রণা ভরা তোমার এ সবুজ সকাল
ঋত তার যাই হোক—প্রত্যাশায় স্পষ্ট সমাগত
সৌগন্ধ্য আঘ্রাণ ওঠে—জনতার ধুলোর ধরায়
জীবনের দৌড় ঝাঁপে—মানুষের বাসযোগ্য মাটি,
লুপ্ত হোক ব্যবধান,—ধ্বংস হোক বিলুপ্তি বীজ
জীবন্ত এ মানচিত্রে আলিঙ্গনে হোক আয়ুষ্মান্॥

সেই তো পরম সুখ

আমি নই নিন্দাবাদী, করি নাই গতিরোধ কারো,
নিই নাই প্রতিশোধ, নিরীহ নির্জীবে দিই জ্ঞান—
মানুষের মনোমত কিছু, এ মাটিতে আরো,—আরো—
আপনার বিনিময়ে যারা শুধু কেনে অপমান।
বুদ্ধির জ্বালায় ওঠে বিশ্বজোড়া মরণ কল্লোল
ঝড়ে তাই আর্ত অশ্রু,—ম্রিয়মাণ এ মহা আলয়,
দীর্ণ প্রাণ পরিপূর্ণ—সৌভাগ্যের এ জীবন বোল
দেশ কাল জাতি ধর্মে এ মাটির উমেদার নয়!

লোকাকাশে পরিণয়—মৃত্যু কোটি সমাপ্ত সীমায়
মানবের স্বপ্ন সীমা গেছে নেমে—অনিশ্চয় ক্ষণে
স্বার্থপূর্ণ স্নেহের আড়ালে। তবু এই নিরাশ্রয় প্রাণ প্রতিমায়
আত্মার সঙ্গীত প্রেম অনিবার্য এই জানি মনে
এক বিশ্ব আপনার জনে—অকল্যাণে যে ঝড়ায়
সেই তো পরম সুখ—মঞ্জরিত ধ্রুব এ জীবনে॥

শীতের গান

সাধ নাই—তবু কেন এলে অকারণে, ভালবেসে—
প্রমত্ত প্রিয়ার মত শুষে নিতে অনাবৃত প্রাণ,
নিষ্কামের ব্রত তোর—হিমাসনে শাণিত শাসক,
বিচিত্র সম্ভারসীমা প্রেয়সীকে চাও ছিঁড়ে নিতে।
যেদিকে তাকাই শুধু বিষণ্নের উদার বিমুখ
দিকে দিকে ঝরে পাতা ঝরে ফুল ঝরে মধুরিমা
গামেলা মাঠের শেষে প্রেমাবেশে শান্ত নিরুচ্ছ্বাসে
যেন কোন যন্ত্রণায় পরিশ্রান্ত কাঁদো আয়ুষ্মতী।
বিদায়ী বক্ষের বোঝা জন্ম জন্ম লুকায়ে অন্তরে
নিরাশার হাহাকারে কাঁদো কাঁদো—আরো কাঁদো আরো,
প্রণয় আরতি শেষে অনুরাগে আপন আড়ালে,
বিরহ শপথ দাও—প্রাণ বাণী বসন্ত বাহার
জানাও বেদনা এক রোমাঞ্চিত অনির্দেশ্য রূপে
গড়ায় সে প্রেমোৎপল নিয়ন্ত্রিণী কোন ভাগ্যোদয়ে ॥

দূর আগামী

আপন কুন্তল বৃত্তে মৌন মুকুর
আগামী দিনের নাম স্বপ্ন সুদূর ?
দেশান্তের রূপ কই যে সোনা ছড়ায়
পুষ্পল সৌরভ রোল গলে বেদনায়
কোথা তার অপরূপ প্রহর গড়ায়
কিবা তার ফেলে যায়—অতীত মধুর
আগামী বছর নাম—স্বপ্ন সুদূর ?

অনন্ত সৃষ্টির সাধ দূর নীলিমায়—
কে ঘুম ভাঙায় কে আজ কেশর রাঙায়
নীল খামে আঁটা ঐ দূরাতীত দূরে
ঝির ঝির ঝুরি নামে কাল রোদ্দুরে
জনতার রাজপথ প্রত্যহের সুরে
বর্ণ বাহার ঐ খোঁপাতে বধূর
ঝল্‌কায় যে তৃষা সে আর কতদূর !

এখন অনেক বাকি কি কাজ কথায়—
উষ্ণ আবেগে ওড়া কালের হাওয়ায়
ঝিমোয় প্রহর কত শ্লথ আলিঙ্গন
স্মৃতির লজ্জায় রাঙা উন্মুখ জীবন
যতই দেখি না তাকে কত না আপন
চিত্তের প্রাসাদ পরে আর্ত আতুর
স্নেহের সকল সীমা—দূর আরো দূর ॥

সৌরপতি সেন

নীহার বলয় বৃত্তে ঝড়ে রূপ অপরূপ কার—
শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে রেখে গেল নিঃশব্দ ধ্বনিতে
নিত্যতা সত্তারে ভরা মূর্তিমান কল্যাণ স্বরূপ
আলোছায়া আস্তরণে বুনে গেল জ্যোৎস্নার বীজ ।
রূপোলী তারার মাঝে কে ফোটালে মাটির এ মুখ
দিল মেঘ, দিল মাটি এ মর্তের মৃত্যুর চিতায়
সবুজ সোয়ারী এলো স্বপ্নচেরা চোখের নাগালে
রূপক রোদ্দুর তটে উতরোল এই লোকাকাশ ।
নিভৃতির ভেরী বাজে শূন্যতার শাখা প্রশাখায়
রক্তের আয়ুতে তাই নোনা ঢেউ আজো অমলিন

ঘূর্ণিমা ঘামের ফোঁটা ক্ষয় নাকো—পরলোক মাটি
জীবন উদ্দেশ্য শেষে মিলনের প্রমিতি প্রেষণা।
চিনেছি সে মৌনতাকে সৌরপতি সেন ওরি নাম
জানিলাম পায়ে পায়ে পথচারী পৃথিবীটা তারি॥

এলো যারা শহীদ শতকে

জানি, দেখেও দেখি নি, কেউ নেই আর এ জগতে
তোমরা যেমন করে এসেছিলে কোটিতে গোটিক
সে বিচার অবান্তর আজ, নিজেকে প্রবোধ দিই
এই বলে—পুরোপুরি প্রত্যাশার কে পায় মানুষ,
তবু যাই পেয়েছি পাথেয়—তারি ব্যাপ্তি বিস্তারের
একেবারে আকস্মিক—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে
দীপ্রতার মধু ঝড়ে জনতার এ মহাসাগরে।
কি ফল দাঁড়াবে তার দরকার দেখি না বলার—
তবু আজ যা পেলাম নয় সে তো সেকেলে মামুলি
মানি নাকো কোনদিন—দু দিনেই হয়ে যাবে বাসি
নেবে লোকে সেই স্মৃতি ঔদার্য ও প্রীতির দৌলতে
সাম্যের সৌভ্রাত্র সুখে—সেই সব চিত্ত চমৎকারী,
যা দিয়েছ পরমান্ন নিরন্নের মুখে—হয়ে থাক—
মন্ত্রবাণী, স্তবস্তুতি, আরো কিছু মনের জগতে॥

মাটি আর আকাশ

আমি আজো অপরূপ
তুমি অনুতাপ,
আমি যে অনন্যমনা
তুমি অভিশাপ।
আমার আঙিনা জুড়ে
সৃষ্টির ভ্রূকুটি ;
খুলে ধরো এ সামীপ্যে
নিঃস্বরের মুঠি।

আমি শুধু আশীর্বাদ
ছড়ালেম সহিষ্ণু উত্তাপ,
তোমার ও তনুশ্রীর
স্মৃতিটাও প্রশান্ত প্রতাপ।
আমরা যা পারি নাই
মানুষ দেখালো তাই খুব,
প্রোষিতভর্তার সে কি
সীমোত্তর প্রেমপ্রতিরূপ ॥

সবার রবীন্দ্রনাথ

সবার রবীন্দ্রনাথ দিল ডাক—পঁচিশে বৈশাখ
প্রদীপ্ত প্রণয় রবি প্রাণ দিয়ে গড়েছে মিনার
এবং কত স্বপ্ন তার গানে গানে বিহ্বল বিহার
অন্তর সমুদ্রালোকে সবারেই দিয়ে গেল ডাক।

জ্ঞানের যন্ত্রণা ভরা বিশ্ব হোলো পাশব প্রয়াগ
ওড়াই পায়রা তবু কোথা তার অক্ষত আকার
ভাসাই বাণিজ্যপোত আশাবরী কত দূর আর—
অগস্ত্যের তৃষা নিয়ে—দিব্যতার ব্রত তারি থাক।

এ নারী প্রকৃতিপটে বারম্বার জীবন অঙ্কনে
মাটির সত্তার সার অলক্ষিত যৌবন স্থবির।
অশেষ অভাবনীয় যা র'ল তা হাপরে হাঁপানি
বরং এ গ্রহ প্রাণে জিজ্ঞাসার সাহারা মন্থনে
সম্ভাব্য মৃত্যুতে উষ্ণ বিভীষণী শতাব্দী অস্থির
সমুদ্রের স্রোতাবর্তে নিরন্নেরা হালে পাক পানি ॥

যুগ যুগ ধরে

যুগ যুগ ধরে বৃথা খুঁজে মরি
অসীম শূন্যতাকে,
পেলব প্রভাতী গোধূলিকে স্মরি
তা দিই মননে কাকে ?
কবিতা শাবক বিয়োলেই ভাবি
অনুকূল আঙ্গিকে,
যুগাভিধানের বেদনার দাবী
নিশ্চয় যাবে টিকে।
শব্দ চয়নে ছন্দে সে কথা
আনন্দলোক গেলে,
মজবুত হোলো মাটির মমতা
রচনামৃত ঢেলে !

সংহত হৃদয়ে স্পুটনিক রণে
দিব্য প্রেমের স্তরে,
জীবদ্দশার ব্যাধি বিদ্রূপে
দিল সব ফাঁস করে।
এলো রবীন্দ্র বিস্ময়াবহ
সাদর অভ্যর্থনে,
বঞ্চিত বুকে তবু অহরহ
মানব মহিমা এনে,
দুই পা বাহনে আপন গর্বে
প্রাণপাতে যার রুচি,
সে শুধু আড়ালে দিন গোনে, কবে
সম্ভাবনার সূচী ॥

পৌষে প্রথম রোদে

আপন নগর প্রান্তে
নিভৃত প্রহর শেষে মন্দিরের শাঁখ ঘণ্টা বাজে ;
পৌষের প্রথম রোদ
পাঠালো আমার চোখে নিঃশব্দ স্বরূপে
দূর গাঁয়ে খোলা আঙিনাকে,
যেখানে বিশেষ করে –
গোবর গোলায় শুদ্ধ বাড়ির উঠানে
তম্বরি বুকের শ্বাসে বেজে ওঠে শাঁখ।

অদৃশ্য পশ্চিম থেকে সাঁওতাল পাহাড়ী জনতা
নেমে আসে দলে দলে ধুলো মাঠে হাজারে হাজার
ভেঙে দিয়ে দেশ বেড়া জাল,
ক্যানেলের পাড় বেয়ে প্রয়োজনি সেবা

মাটির প্রাঙ্গণ লোকে আনন্দ আহ্বানে
ঘোচাতে এ ভগ্নাবশেষের অবসাদ
যৌবনের আয়োজন পথে
নেমে আসে হাজার হাজার।

সারে সারে মাঝি ও কামিনী
আড়ষ্ট ও রিক্ত জোড়া পায়ে
অভিজাত মেঠো ঘুম
ভেঙে দিয়ে বাজাল কি তান
অমূল্যের মূল্যায়নে মিলনী চমকে
চলে সোজা সোনার সঙ্গমে।
শ্যামলের প্রাণলক্ষ্মী করি বহমান
দিনে দিনে মুছে দিতে সোনার উত্তরী
রূপোলী বলয় পরা হাতে
কাস্তের করাতে
তাম্রজীর্ণ ধান গাছ কাটে।
ক্ষীণজীবী রাখালের দল
দূরে ফেলে গরুদের পাল
শিষ খোঁটে ভয়ার্ত নীরবে,
অসংখ্য প্রাণের দানা জড়ো করে হাতের মুঠোয়
অচিন্ত্য পরশে যার ঘুচে যায় মুছে যায় ক্লেশ
অসার বস্তির হাড়ে ঝরায় অশেষ ঘাম
আবশ্যক অপমৃত্যু হাতে।

সাঁওতালী কলরবে কখন জুড়োয় তারা লাঞ্ছনার তাপ,
কখন বা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কোন চেনা কোন শিবলাল,
খাটলী উপরে শুয়ে কোথাও বা কোন ফুলমণি—

পাললী নির্ঝর হতে ঝরায় বুকের স্বপ্ন
মাকু বেটি মূলে,
ঘনীভুত বীর্য বহ আদিম উত্থানে।

এক ছুটি করে সেই জীবনের স্রোত
ঘরে ফেরে স্তব্ধ মৌন ধরণীর পথে
ঘরে ফেরে অবসন্ন শৃঙ্খলিত শিল্পের প্রণালী
পুকুর পাড়ের কোণে মহাবট তলে
নিজ হাতে কাটা খড়ে
সাময়িকী কুঁড়ে ঘরে উদার নির্ভরে।

পাঁচ পোয়া চাল ডালে মহামূল্য লাভে
বঙ্গের সর্বাঙ্গ তারা ভরে দেয়
আপন দীনতা দিয়ে অকপট ক্ষয়ে॥

ধানকাটা

বিশটি কৃষাণ গেল ভোরবেলা রাঁধাবাড়া সেরে
যেখানে হেমন্ত ধান শুয়ে আছে শীতের শিশিরে
তারি টানে গেল মাঠে বিশটি কৃষাণ।

তোমার আমার আরো আরো অনেকের
মাঝি ও মেঝেন বাঁধে মাঠ জোড়া শ্রমিকের সেতু
ধূমল প্রান্তর পুঞ্জে আরম্ভের বেগে
ধরলো প্রথম তারা নটের মতই
রোদ মাখা মাঠের ঝুঁটিটা

ঘস্ ঘস্ দিল টান কাস্তেরই শাণে
বেজে ওঠে ধানশীষ ঝম্‌ঝম্ ঝল্‌মল্ ঝুপ্—
এমনি নিরতিশয়ে—আঁটিতে আটকে গেল হাজারো ফসল
তারপর ক্ষণিক নিশ্চুপ।

আর আর মাঠ ভরা বসুধার বুকে
ধান খড়ে সব হলো জড়ো,
ভরে গেল বিনিঃশেষে
বেণী বাঁধা দীপ্ত আয়ুকণা—
গণ্ডা পণ কাহনে কাহন।

সাজিয়ে সে সব ধান গোগাড়ীর সামর্থ্য সীমায়
গুজব ছড়ায়ে চাকা—
থাকবন্দী চলেছে মিছিল,
আজব আওয়াজে তারি—মাঠ গেল তারসরে ভরে
ঘরে এলো মহালক্ষ্মী সানন্দের নৈবেদ্য আপন॥

'বসুধা'-কে

বিচারের অন্ত নেই—ঋতু মাস পক্ষ দিন ক্ষণে
অনন্ত কালের গর্ভে প্রসুপ্তির সুখে
বকধ্যানে—গৃধ্রদৃষ্টি, অবশেষে কাকের শঙ্কায়
কত কাল বাঁচি আর বলো?

প্রসুপ্ত প্রজ্ঞায় বন্দী বাহ্লীক বসনে
কাজ নেই বেদার্থ শ্রবণ

অঙ্গিরার অঙ্গীকারে—কাজ নেই কপোতীবৃত্তিতে
বেঁচে থাক—অনীক্ষা আমার—
এই স্বর্গে বাস সে তো আকাঙ্ক্ষিত ধূলোর উন্মাদ।

তবু কে সে হয়ে আছে অদৃষ্ট উপমা
এক বিশ্ব প্রাণপাত্রে পরিপুর্ণ একটুকু ক্ষমা ?
ধূলোর ভৃঙ্গারে তাই উল্লসিত হয় পথশ্রম
যৌবন আধারে যার চিরশ্বাস লালসার নীতি,
আগ্রহ উন্মাদ দিশা প্রান্তরের চোখে
কাজ করে হৃদয়ের অনন্ত অম্বরে
নিশীথ নিঃশঙ্ক মুখে সূক্ষ্ম স্নায়ু হতে
সুনীল বাসনা কার অতৃপ্তি অপ্রিয়
ভরে তোলে সংগোপনে সৃজন সমূল
বিচিত্র এ জীবন আলোয়—
সমাধি ধুলোর পরে ভরে তোলে দিনভোর প্রণয়ের গানে
আমিও জড়িত তার হৃদয়ানুরাগে।

বিচিত্র প্রকাশ মাঝে অপ্রকাশ একা
ক্ষমি তাই নিরুপায়ে সত্যামৃত দুর্বোধ সুদূরে
অনাদি নিধন স্তনে চিত্তপ্রমাদিনী
তারি স্বাদে ভালবাসি
ভালবাসি নামান্তরে—সেই 'বসুধা'কে
জীবনের দানে পূর্ণ সবার সম্ভবে
ফিরে পাই অফুরন্ত জীবন সংবিৎ।
অনন্যূর অংশ তুল্য উপেয় ইচ্ছায়—
সমাধির তীর্থফলে হয়ে থাকে পাপপ্রমোচনী॥

এখনো মরে নি বান

দুচোখে মৃত্যুর রূপ শত ছিন্ন দেখেছি অনেক
দু কানে শুনেছি তার সতীদেহে শেষের নিঃশ্বাস
এদেহে ছুঁয়েছি তাকে সুখ দুঃখ ত্রস্ত অভিষেকে
মৃত্যুর মননে তাই থামেনিকো এই ইতিহাস।
প্রেমের প্রসাদভোগী—আরো দূর নিরালোক গাঁয়ে
সহস্র শতাব্দী চোখে কতশত বিষণ্ণ বিচ্ছেদে
মরেনিকো এক তিল নগরের মৃগনাভি হয়ে
সমাপ্তিবিহীন এই অবেলার এ অধ্যবসায়ে।
তবু, বিশটি শতাব্দী কেটে গেল—স্বপ্নেরই মত
লক্ষ কোটি জীবনের ভোরে এল ঊষার আলোক
ব্যয়িত আশায় তারি লগ্ন আঁকা দীপ্ত সরণীতে
নিঃসর্গ সংকেতে তাকে—ভালবেসে হয়েছি চৌচির।
এখনও আসবে দিন—ভোর হবে ব্যথিত রাত্রির
এখনও মরে নি বান—হতাশার এ উপসাগরে॥

পথ পারাবার

প্রবেশ প্রস্থান গতি আপনার গড়নে গড়ায়
মাটির মঞ্চের পরে শুনি সোরগোল,
কত শত শতাব্দীর লেখা এ সংকেত
প্রণত এ প্রাণন্যাসে—করে আকর্ষণ।
আলাপের রাখি যেন—এ সরণী সতী;
আপ্যায়ন অবগুণ্ঠনে আর্যের মতন
দুনিয়ার চিত্রল দ্যোতক—পড়ে আছে পথ পারাবার।
মাটির এ সুমতিটি মানুষের নিজে হাতে গড়া
বিনিময় বিভাজনে হৃদয়-হারানো স্বাদে মেলে কি তুলনা?

নাম তার বদলায় নগরে নগরে—
বেবাক বানান এ সরান,—পিচে ও পাথরে
ইট কিংবা শুরকিতে কোথাও বা এঁটেল মাটির,
কোথাও স্বচ্ছন্দচারী—
কোথাও বা অন্তরঙ্গ দেশান্তরী দ্রাঘিমা রেখায়—
কোথাও বা সমাক্ষ সুন্দরী
বিশ্বাস বাতিক নিয়ে—
প্রান্তিক প্রমাণ পাড়ি—বিছাপদ পোয়ে হল খুশি।

পিঠের তলায় কোন মনোভাব হয় নি উতলা
কত যুগ কেটে গেছে এ মাটির স্তূপে
এ কোন চিন্তায় প্রেম ধূলায় মলিন
এ কোন সৌরভ রিক্ত সম্ভাবনা বেয়ে
দেশে দেশ লিখে চলো
সব জীব সব জড়
অভিন্ন এ সকলের সেবার সম্পদ ॥

গাঁয়ে গাঁয়ে খোলা বইয়ের পাতায়

মুখর ইতিহাসের কঠোর প্রসারিত হাতের জড়তা আসে নি
তবু প্রত্যয়ে রাঙা স্পষ্ট হাসিটা
লোকালয়ে স্থাপিত জেনেও সুখানুভব করি।
এখানে সর্বাঙ্গে তার লজ্জার স্পর্শানুভূতি
প্রসারিত হতে দেয় নি কোন সজাগ মনকে
সিমেণ্ট স্টীলের বায়নাক্কার কোঠাতে।

ভাঙ্গনের ব্যাপকতায়—ক্ষুধার্তের গ্রাসে
মাঠ তার অভিভাবক ;

স্বতঃউৎসারিত অন্তর নির্যাসে
ভেট দেয় সজীব উপঢৌকন—
কাস্তের ডগায় যার ছবির সুর বাজে ;
তবু তার ঐ লোকগুলো ঘাসজলখেকো বলির পাত্র
হয়েই রইলো।

এমনি তার বাঁচা অসহায় হলেও
তারও যৌবন আছে—স্বাদ আছে, আছে আবেগ,
আছে অনুভূতির সম্বল,—
বিচিত্র এই আয়তনের তলায়।
জীবন আরতিতে তাই—চলেছে তার
অন্ত জীবনের অন্তরঙ্গতা।

কল্পনায় ললিত দেবরাজ্যের বৈচিত্র্যের চেয়ে সত্য এই
মাটির রাজ্য,
ছবি আঁকার স্বীকৃতিতে পূর্ণ সে
মানব জীবনের দুর্গমতায় টান পড়ে নি কোনদিন—
বিলুপ্তি ঘটে নি এ আস্বাদনে
নিঃশব্দ প্রাণরসে নির্মল তার অন্তর
শত ক্রুদ্ধ ক্ষুন্নিবৃত্তিটির জন্য—
এ যেন তার একান্ত উদ্ব ত্তকে বিলিয়ে দিচ্ছে, চেতনার
বর্ণালীতে
স্তরীভূত শিল্প তার এই সৃষ্টির মোড়ে মোড়ে
দিকে দিকে তার তন্ময়তা—গাঁয়ে গাঁয়ে খোলা
বইয়ের পাতায় ॥

শেক্সপীয়র

হাজার হাজার বছরের আড়ালে
মানুষের নিজস্বতা নির্ণয়ে—
মানুষ তার সাবেক কালের অন্তরঙ্গকে
অপহরণ করতে পারল না।
হে বনস্পতি—
তুমি তা আপন বিস্ময়ে সঞ্চার করলে,
তুমি সেই স্ত্রীপুরুষের ভাগ্যে জ্বালালে
ধূপধুনার বাতিটি,
অবাক করলে চারশো বছর পরের বিশ্ব মানুষদের।

ঝরালে বিস্ময়ের শ্বাস
উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের মত
বিন্দু বিন্দু বাস্তবের ব্যক্তির বলয়ে—
রূপ রস করালে চাক্ষুষ—
কালে কালে জীবনের যাত্রার ফলকে
তাই তুমি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

সম্ভাবনায় উন্মীলিত তোমার মনের গড়ন
মনের মানুষের প্রয়োজন উত্থিতি
ভালোমন্দে গড়া যার ভবিষ্যৎ
তার কালক্রম বিচারের
পরিণাম প্রান্তরেখা কে করে খণ্ডন।

ভুল বোঝা তোমার ঐ প্রবাদপ্রতিম
প্রাণ পদার্থটিকে,
মনে রাখার মর্যাদা—দিয়ে গেনু তাই
মানব অভিধানে॥

উপায় করেছি

রীতিমত বুদ্ধির শাসন উত্তাপে
আবেগের তাপ যাচ্ছে কমে,
বদলে গেল বিধিলিপি—তবু
সীমিত স্মৃতিতে পথ ঘাট নিসংশয় নয়।
উদরের অংশীদার হয়ে ও উদার সে
মনের দিগন্তে অনুরাগী—
সেই অন্বেষার প্রাণ-কণিকাটি।

মানুষ বলবে তাই—
আমি দণ্ড নেব প্রেম প্রণয়নে,
যে প্রেম খুব বড়
জীবনোপলব্ধির স্বপ্নে,
ঠিক যাকে বলে—প্রেমের পৃথিবী.
সেই প্রেমকে বাঁচাতে আমি দণ্ড নেবই,
কোটি কোটি মানুষ নিত্য যা দেখছে—
সেই সত্যের আলোয় তার যাচাই হোক।

অগ্নিময় এ জীবন—তাই একে বাঁচাতে হবে
মৃত্যু দিয়ে ফিরিয়ে আনতে তার খুশির সৌভাগ্যকে,
এটা কোন সুবাদের কথা নয়।

ব্যস্ততায় নয়—
তিলে তিলে দীর্ঘস্থায়ী হোক এ অনিশ্চয়তা
কাঁদুক ধুলো, মাটি,
তবেই চিনবো সেই ইচ্ছাপূরণকে,

ভাঙতে হয় ভাঙবো এ অবয়ব,
তবু দেব না—
আষাঢ়ের ঢলনামা ঘোলানিতে জাহাজডুবি হতে।

মরা রাত নামে

প্রাণের পৃথিবী জুড়ে কাঁপে যার আকাঙ্ক্ষা অমর
সে স্বপ্ন ফুরোবে কি মানব অঙ্গনে
তুমি আসো মরা রাত
যেন নিত্য ভাল বেশে প্রতিদিন দিনের ছুয়ারে
রূপালী ধোঁয়ায় ঘেরা আদিগন্ত সুপ্তিস্নাত—
ঋতুরঙ্গ মুখরিত এই সারা জীবন দেউলে।

মুহূর্তের বুকে নামে ছু বাহু আগল
নামে যেন মুগ্ধ অভিজ্ঞান ;
তোমার হিমেল বৃত্তে শোষে কোন মুখশ্রীর মায়া
এ সমুদ্র হাস্নুক ভরে—ঢাল কোন্ চেতনার চুম,
মাতাল মর্তের বুকে সীমিত সীমায়
নষ্ট নিপীড়নে—
নীরব নিবিড় রেখা এঁকে দাও স্নায়ুর গভীরে ?

বিদীর্ণ বিরহক্লান্ত শত শতাব্দীর—
চোখের চাবুকে তব আজো ঝরে কান্নার শ্রাবণ—
শুনি আমি কান পেতে ধূমায়িত ভয়ার্ত আঘ্রাণে
তোমার নামের ছোঁয়া—ধ্বনিময় রাতখানি
মর্মর মুহূর্তে ঘেরা—এ জীবন মুখে—
সঙ্গম শেষের ঘামে—কে রাখে পাহারা ?

স্নিগ্ধ সুরভি ঐ অন্তর আলোকে—শুনি,
শুনি আমি প্রতিটি মৃত্যুর চুম প্রস্মৃতি স্পন্দনে
আরো শুনি, যেন কোন্ আরণ্য অদূরে—
আমারি সে নিহত উজ্জ্বল—ডাকে···
কোথায় দিনের আলো, "আমাকে বাঁচাও"।

মরুৎ

তুমি যেন কত ঋণী হয়ে
এ মাটির মহাজনী পাতা থেকে পালিয়ে বেড়াও
ছন্নছাড়া সুর আর অসুর, আশ্রয়ে—
পিচ্ছল পললে আহা! ধোঁয়াটে হাঁনীল মুখে
বিক্ষত আলোকে,-
স্তম্ভের পাঁজরে ভাসো—বর্তুল বণিক।
হয়ত তুমিও সেই রামায়ণী বনবাস পাল,—
কিংবা আমাদের—
সীতা ভেবে আগলাতে
অশোক কাননে তাই তুমি আছো পাহারায়।

যাই হোক। রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়—
মৃতের মগজে,
আমাদের শব নেয় শ্বাস
তোমার ঐ অলক্ষের প্রাণের বাতাস,

মনে হবে কত স্বপ্ন ছড়ালে যে শূন্য অবয়বে-
সূর্যের সীমায় তবু কি না
অপেক্ষা অরণ্য কাঁদে ব্যর্থ বেদনায়।

নেই কোন সুখ দুঃখ—ধারো নাকো সময়ের ধার
কত ধূলি অনুকণা—কীট পরমায়ু
তোমার স্মৃতির পথে জমায়েছে ভীড়
আরো কত আগন্তুক, অবাঞ্ছিত প্রাণ
তোমার প্রাণের জালে পড়েছে যে বাঁধা
গতিছন্দে উতরোল পরম ক্ষমায়—
তোলে তাল—উড়ো উড়ো দিগন্তের অতল উল্লাসে—

কোন দূর অতীতের সমতা ও বিরহের তাপে
সপ্তর্ষির বেদনা বিলায়
তোমার ঐ ঈপ্সিত শরীরে।
ঝড় বৃষ্টি শিশিরের নীল দোলনায়
অদৃশ্য স্নায়ুর স্পর্ধা—স্তম্ভিত আকাশে
আকণ্ঠ কুণ্ডলী সব. স্বপ্নিল নিস্তাপ—
ফাঁকা আর ফ্যাকাশে ফেনায়।

কালে কালে দেশে দেশে তুমি আছো দেহের সীমায়,
তাই তুমি মগ্ন থাকো শূন্যের মাস্তলে
তাতে কিছু পালাবে না ঝোল—
নিরানন্দ অনিদ্রায় বেঁচে আছি আমরা সবাই।

তুমি আমি সব—
এটি ওটি কাজের গতিকে
মনে খুঁজি একতা সুদূর সত্তায়—
শুচিতার কিমার আকারে
সূক্ষ্ম তব নির্বায় নিখিলে,
ভালোবাসি তোমার ঐ বিচিত্রার রব
ভবিষ্য দায়িত্বে বাঁধা নিঃসীমের প্রেমের পাড়ায়,

তুমি যে কি আবশ্যিক—জীবিতের ভীড়ে
বাঁচা বাড়া চাওয়া পাওয়া—চলনি চাকায় !
আছে কোন অঙ্গীকার কাঁপা ফোলা রেশমী বুকেতে
যত কিছু সহনীয় ছোট শিশু মাঝারি বুড়োর,

জল মাটি আরো—
আরো ভালো লাগে এর পর
তোমারই বাতাসি তনুকে ভরা বুভুক্ষার চুম।
তারই প্রসাদ নিয়ে জন্ম আর মৃত্যুর সুতোয়—
ঝুলি আর হাঁসফাঁস হাহুতাশ আমরা হাঁপাই
আর আর—পূর্ণ করি—
অতীত নির্মিত ওই অস্থির কাঁপায় ॥

উদীচীর হিমশ্বাসে

উদীচীর হিমশ্বাসে যারা আসে
সমুদ্রের ফুঁয়ে—
আমাদের দেশে এলো উড়ে,
কাটাল সে কিছুকাল—বীতশোক গুঞ্জরণে—
এশিয়া পামীরে,
তার পর বয়ে গেল ম্যাসিডন্, সাইরেনে সিরিয়া মিশরে
প্রতীচীর ভাঙালো অজ্ঞান।

বিজ্ঞানের সংকলনে ঢেকে দিল জ্ঞান গরিমাকে
জলের দরের মত—ইস্পাতে, ইথারে—
জ্বেলে দিল নরক আগুন,
পড়ে যা রইল সে তো

বিকট মূর্তির মোহে—
সুমাত্রা জাভায় আর চীনে ও জাপানে।
কালিদাস, দীপঙ্কর, সুশ্রুত, বিশাখা,
আর বুদ্ধ যারা,
হাঁপিয়ে উঠলো কি যে জরুরি কাজেতে
বিশ্রামের ভানে আজ হয়েছে পাথর—
অতর্কিত অভিযাত্রী দর্শনস্থানীয়।

কি যাদু লাগানো আছে বিদেশির হাতের ছোঁয়ায়,
নিসর্গ সঙ্কেত সে কি—জানি না কিছুই,
সমুদ্র পারের থেকে ইতর লুটেরা
সৃষ্টির তীরেতে তারা—
আমাদের রেখে গেল যোনিতে ফিরায়ে ;
"অমেয় চিন্তায় খ্যাত"—বোধির মগজে
ঢেলে দিল অজ্ঞানের নরকের নীল
অশ্লীল আবেশে তপ্ত জরায়ু মুঠিতে
আঁষটে আরক্ত প্রেম কীটে।
মানুষ মারার দল সাত রঙা আলোর রোদ্দুরে—
শবের স্মৃতির ভয়ে
ঢেকে দিল সাতচল্লিশে ছোটখাট মৈত্রীর মলাটে।
বিস্মৃতির রোদটাকে—দমকা দরদে—
পোহাতে হলো না এই নিশীথের তীরে।

বঙ্গাব্দ ব্যত্যয়ে এলো—সুভাষ, লেনিন,
নবতম শতাব্দীতে এলো যারা আরো—
আদিম জনতা নীতি ভর করে—অতীত উত্তরে
আমানবে চেনাল মানব ;
আরক্ত আত্মারা তাই—প্রণয়-উদ্‌গ্রীব।

বিচিত্র ভারত ভাগ্য—
জীবনের সব সাধ সুখ শান্তি ছুটে গেছে যত,
স্বর্গ তার তেঁতো হয়ে গেছে.
বাকি নাই দ্বন্দ্ব বেশি নেকড়ে তো চেনা,
সভ্যতার আঁস্তাকুড়ে সমাধি পেলব
মেয়েলি ও মুখ তার কেটে গেছে—
জেগেছে পুরুষ পার্থ সৃষ্টিপ্রেরণায়
মরণের স্পর্শ দিয়ে পূর্ণ প্রকৃতিতে—
কেন ?   কেন জান— ?···
নিজ গুণে এই গাঁয়ে এই হিম দেশে
বদলালো জনতা জীবন ॥

জন্ম জন্ম এই প্রণালীর পথপ্রদর্শক

মৃত্যু যাদের জীবন ধুলোর সঙ্গে আছে মিশে
তারই অতল সুপ্তি অবসরে
জীবন সুরায় ভরলো কে গো ধুলোর এ ভৃঙ্গারে।

উৎস স্বাদে পূর্ণ তারি রাঙা ঠোঁটের কোলে
সাগরপ্রমাণ উচ্ছ্বসিত বঙ্গসীমাটিতে
তৃণের শ্যামল ওড়নাটি তার উড়ছে বনে বনে।

জ্ঞানগরিমার বিপুল জ্ঞানে—
নিশীথ নিবিড় আলিঙ্গনে
হৃদয়-বেঁধা প্রেমের নোঙর তাতায় অন্তর।

সেই মীমাংসা প্রমাণ প্রবলতায়
ব্যর্থ দিনের দর্পণে পাই নির্জনতা ক্ষোভে

প্রচ্যুতি তার যাই বা থাকুক—স্বার্থপ্রণোদিত
অমিত মনের প্রতিপাদ্যের উক্ত অনুকূলে
স্বর্গলাভের শ্রদ্ধালু প্রেক্ষায়,
পাই যে তারি সম্পদ স্বাদ জীবাত্মারি বীজে,
নিষিক্ত যার ক্রমান্বয়ী উত্তমত্ব মৃত্যুমহাবোধি
অনিবার্য সেই কারণে অস্বীকারের কোন যুক্তি নাই !

অভিজ্ঞতার আলোয় ব্রতী এই সে সবুজ স্তূপে
গাঁয়ে গাঁয়ে রইলো লেখা শ্যামল স্নেহ কোলে
রইলো কয়েক সুধীভবন শ্রদ্ধাবেদী হয়ে—
প্রতিবেশীর প্রশ্ন সমাধানে ॥

বুভুক্ষু বুকের মাঝে

বুভুক্ষু বুকের মাঝে কি যে আছে বুঝিবে না তুমি
প্রায় লোক সুখী নয়, মনে করে আরামে কাটাই—
জীবনের এই কটা দিন। জীবনের যা কিছু দামি—
খোঁজে অশ্রু অভিষেক, অধরা সে—কোথা পাবে তাকে ?

তার পর মনে হবে দুরু দুরু বুকের ভিতর
বেদনা ঘনায় শুধু, কিছুতেই ওঠে নাকো মন,
মনে হয় আরো—এই বুড়ো দুনিয়াটা কি অদ্ভুত,
নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যায় প্রতীক্ষার দিন।
স্বপ্নেও ভোবো না এটা—সুখী হতে পারবে না কেন,—
তা কি হয়—আমি বুঝি সব, হও যদি বিচারক,
বুঝে দেখ—তুমি আমি এক সাথে দায়ী যে সবাই,
কেন ফোটে বনফুল কত তুচ্ছ ছোট পাখিটি যে—

জীবনশোণিতে মেশা অপ্রমাণ সুরেলা সোল্লাস,
শ্যাম ছায়ে এ জীবন কত প্রিয় ভেবেছ কখন ?

নিরুপায়

মুমূর্ষু দিনের থেকে কল্পনার নিঃস্ব শিহরণে
তুমি এলে অপারগ—রিক্ত তার বিষাক্ত নিশান,
দুশমনী দিগন্তে ঐ তিয়াষায় বিদীর্ণ বিরহী,
সুদিনের স্বপ্ন কত গোলামিতে হল পদানত।
জীবন দেউলে জ্বালো অসহায় কঙ্কাল নিশ্চুপ
জনতা জীবনে নিত্য পেতে রাখ মমত্বের ফাঁদ
বঞ্চিত বুকের থেকে অভিযোগে লাঞ্ছিত অবশ
তন্বীর নয়নবহ্নি—বিস্মৃতির আলপনা আঁকো,

তবুও মনের কোণে আকাঙ্ক্ষিত পুলক পরশ
উঁকি দেয় মরীচিকা তোমার ঐ বিস্মরণী বেয়ে
অক্ষম উতলা কত অকারণে জ্বালে রোশনাই,
দুর্গম বন্ধুর জেনে হতাশায় কর শ্বাস রোধ
অন্তহীন দুরাশায় তুমি যেন ষোড়শী বিহ্বলা
চেয়ে আছে অস্তপারে অপাংক্তেয় অখ্যাত ফসিল ॥

অতৃপ্ত

কারো কারো মনে হবে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে
তারিখ এগিয়ে আসে, স্বপ্নের তেষ্টায় হাঁটে মন,—
এই নিয়ে অন্ত নেই পক্ষপাত, বাদানুবাদের—
তবু দূর দৈবাতের দীপ্ত দিন-আসন্ন সাক্ষাৎ।

আসবে যখনই সে,—নিয়ে যাবে যা কিছু নেবার
অলৌকিক আত্মহীনা, ঘুরে মরে শূন্যের কপালে
অজ্ঞাত বছর পারে পুরাতনী নামহীন ক্ষয়ে,
কি দেবে সে আমাদের বীরত্বের পাখার বিস্তারে ?

তবে কি ঐ দূর নীল—শিশু চোখ আছে অপেক্ষায়
জীবন কাঁপায় সে যে ধুলো ঠোঁটে একটি চুমায়
মানুষ তা নিয়ে আছে সাবলীল স্মৃতির সম্ভ্রমে।
প্রান্তিক প্রমাণ ফ্রেম, নয় সে তো ব্যবধানে বাঁধা
তারও তো শেষ আছে—তবু কে সে ছড়ায়ে সুবাস-
জীবনের বিনিময়ে তিলে তিলে খোয়ায় নিজেকে ?

অভিসারী আকাশ

রোদে পোড়া ঝলসানো আকাশের নীল
গলানো লোহার মত—যেন এক তাল—
পাণ্ডুর মন্থর। কুঞ্চন আঁকে না কোন
বিজন বিষ্ণু তীরে ইস্পাতের স্রোতে।
দুর্বোধ্য রহস্য ঘেরা ধূসর সমাধি
ঝোলানো মমির মত শাণিত পাথরে
প্রতীক্ষা নথর মেলা নিঃগূঢ় নিঃসীম
মুঠো মুঠো মণি জ্বালা চাউনি চিকণ
পায়নিকো ভালবাসা জীবন আস্বাদ।
এরই নীচেয় দেখ—তাজা তাজা শব
প্রাণের পল্লবে যেন হাসিখুশি ভরা।
দিন দিন এমনি সে অদৃশ্য অক্ষরে—

উজ্জ্বল আবীর প্রান্তে ডিঙি মেঘে চড়ে
নেমে আসে অভিসারী এ দেহ প্রাসাদে

২

একটি ঘামের ফোঁটা চাঁদ মুখে তার
বিস্ময় বিমুগ্ধ তরী বাঁধে যে নোঙর
রাংতার টুকরোর মত আমরণ—
চেয়ে থাকা, নেই হিংসা নেই কোন দ্বেষ-
সর্বাঙ্গ চুম্বনে। তবু কেন জানি নাকো
অদৃশ্য কামনা কত শোনে কান পেতে
নিঝুম ক্লান্তির থেকে মৃত্যু হিম স্বেদে
রক্তাক্ত দিনের রোজ জীবন্ত উত্তাপে!
রাঙা মাটি চেয়ে থাকে মরম ছায়ায়
বিশ্রাম শায়িত সুখে—ক্লান্ত বেদনায়
অনন্ত সজ্জায় তার নেইকো সন্তোষ।
এ জন জঙ্গলে আছে খুবই সন্দেহ
তবে কি নিশ্চিহ্ন হবে প্রেমের সান্ত্বনা
আপন কক্ষের বুকে সুরভি যোনিতে॥

পথের মুক ধুলো

অখণ্ড দিনের থেকে চিনেছি আমরা
বিশাল বিশ্বের কালকে,—
যার স্বকীয় প্রসরতায় পরিব্যাপ্ত,
অশোকের শোকোচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধ কণিকা যেন মিশে
আছে অখণ্ডতায়,
সেই মত বর্তমানের ঢেউয়ে নির্ভর করে অদূর ভবিষ্য।

শুনতে পেলাম সে অগ্রগতিকে—
জনমানসের সেই রৌদ্র ঝলমল রাস্তায়।
যেন পিছলে পড়ছে সেই চলার ধ্বনিটি মানস সরোবরে।
কত বড় ধূলিময় এই স্বপ্ন স্নেহ
যেন প্রীতি অন্তপুরে—শিলীভূত সুরে
লেগে আছে এ কপুর মৌল ধূলি
ফুটে আছে আপন খুশীতে।
হারায়েছে কথা তার যুগ যুগ দারিদ্র্য পেষণে—
ব্যাধিতে ও কম নয় জেনো।

স্বরূপ বিরূপ দ্বিধা ঘুচে গেছে—তাই করুণের কুশ্রীতে
পথে পথে তাই সে তো অভিসারী চৈতন্য অতলে,
যার যত অভিমান অন্ধ অহমিকা
যথার্থ উদ্দেশ স্পর্শে চিনি তাকে—সেই ধূলি নামে।
নীরব তার বিশ্বজোড়া অস্পষ্ট আলোক
কান পেতে শুনি সেই সংলাপ
বিন্দুর অবগুণ্ঠনে নিয়োজিত ত্যাগের সংগ্রামে
পুরাতনের পরিণতিতে রক্ষিত সে অলব্ধ
নীরবতায় বিলগ ঐ ধুলোর শ্রীর গভীরে
নস্যাৎ হাতে দেয় সে তার নিশ্চিতিকে॥

প্রবাহ প্রতিম

ওগো এমাটির প্রবাহ প্রতিম
সলজ্জ বাঁধনে বেঁধে কেন হলে অনাসক্ত
এজীবনে দৈন্য দাও সঞ্চারিয়া সুদূরের রূপ।

একদিন যাহা ছিল লোভনীয়
পেলব করুণ কিংবা প্রশান্তি শীতল
বয়সে বয়সে—প্রত্যক্ষর উপেক্ষা শিখায়
আসে তার নিষ্প্রেয়তা মরণ দশায়।

কতদিন আর অলক্ষ্য অলব্ধা স্বর্গে মনে রাখি বলো
মাটির অন্তরে কি গো নেই কোন বিরহ শামিত
শ্যামলে শ্যামলে প্রেম— কেন ওঠে ফুটে ?

শুধু তাই নয়—
যেমনি সে হতে চায় পুরাণ পুলক
অমনি অন্তরে সে তো সেনায় নবীন।
আসে নি সে আতুর আর্তিতে-রূপ পিপাসার সমিচ্ছায় ?
তুমি সে তো—আয়ত আভায় মুক্ত আদিম অঙ্কুর।
সীমিত জাবনে দাও নব অধিকার।

তবে হে দায়িতাঃ এই বুভুক্ষা গ্রহের দিকে
কেন এ উদাস দৃষ্টি মেলে ধর,
কোথা স্বর্গ তবে, চাই না সে স্বর্গীয় সুযোগ
আমাদেরো দাবি তাই—অমৃত আয়ুর
এ মাত্রার অণুতে অণুতে
শুনে নিতে প্রীতির সঙ্গীত—
শুষে নিতে ভালবাসা স্বাদ—
সার্থক করিতে স্নিগ্ধ ক্ষম গরিমাকে
গীতায় নে—রূপে রূপান্তরে।
শ্যামল শান্তিতে ভরা শস্যকণায়।
এই শুধু জানিলাম—এক রূপে আজ—

মৃন্ময়ীর মহাবাণী রূপে,
তুমি স্বর্গ, আর আমি—
রূপায়ণে গরিমা বিষয়,
আর নাই, আর কিছু নাই—
বিদায় প্রহরে হোক বেদনা বিবশ ॥

বুকের হাপরে

বুকের হাপরে আজো চলে শুধু বিমান-মহড়া
বাইরে মৌসুমী ঢেউ আর দিগন্তে স্বপ্নের নীল,
অন্তরে বজ্রের রাখি, ক্লান্ত কাল শোণিতের মেঘে
মৃত্তিকার স্তূপ স্তনে—ঝরায় কে কামনা সম্ভোগ ?
বিষুব যৌবন কাঁদে—কাঁদে সে কি জীবনায়োজনে—
তোমার কথাকে তাই রূপ দিই নিজ রাগিণীতে
ঘুচে যাক হাওয়ায় কাঁপা। সব ব্যর্থ হাহাকার
তোল মীড় মেঘদূত—সে আয়ুধ আবির আলোকে।

সঞ্জীবনী কালে কালে মিলোবে না হৃদয় ধুলোর
মৌন সম্ভাবনা তার—ঝড়ে পড়ে মাটির মাথায়—
বেঁধে রাখে নিরুত্তরে অনাগত জীবন-জীবিকা
নিশ্চল প্রত্যাশা যেন চিরন্তনী মহাপ্রাণ কণা।
জমায়িত জীবন-বেদনা যত জানায় মিনতি
পাঠানু প্রণাম তাই এ বিশ্বের স্থবির পাথরে ॥

আমাদের আদিম নারী

বলাকা মেঘের মত মন্দিরের নও দেবদাসী,
হয়তো বা বিলাসী কপোত কিংবা প্রকৃতি সুভগ—
না না, না না, তাও না···
সংসার অঙ্গন জুড়ে তুমি যেন যক্ষপত্নী,
নিশ্চল তুলসীমঞ্চ।

এক ঋদ্ধ বিধিবদ্ধ শিষ্টভাষী—রূপান্তরে
রিরংসা অবধি
আদৃত অহল্যা দেবী ;
নও তুমি কালান্তক ক্লিওপেট্রা—অথবা মিডিয়া।
তোমার পরনে দেখি গঙ্গাজলি, মেঘানাল, আগুন
পাটের—
সোনার বেসর দোলে
নীবিবন্ধ ঘুঙুরে ও কেয়ুর কুন্তলে
কাঁচুলি, ওড়না পরা খুব জোর—"পেনেলোপি"ওটি
আরো বেশী, মন্দোদরী উর্বশী বা মেনকা কল্যাণী।

তুমি নও দিওতিমা
অগুরু ও কুমকুমে স্নিগ্ধ অঙ্গ তব,
তোমার সতীত্ব দ্বার আঁধা ছিল অষ্ট পরীক্ষাতে
সেদিনের যৌবন যন্ত্রণা স্পর্ধা
মনে হয় অবিস্মরণীয়।

কলায় নিপুণ আর গৃহকর্ম, সন্তান পালনে
বিদগ্ধ পতির ভিটে করেছিলে আলো

অনুরূপ নামান্তরে—
স্খলিত ময়ূরপুচ্ছ—দীপ্ত প্রসাধনে,
কি প্রসিদ্ধি পাবে আর বলো—?
প্রায়ই শিথিল ক্ষীণ অন্তঃশীলা সম্ভোগের ভারে
অবরুদ্ধ প্রসার প্রহর,
মালিনী অপেক্ষমাণ যুগ যুগ জীবন-গৌরবে।

তবু আছে আরো—
অলকা আলোক ফোটা মানস রমণে
মিলায়ে আপন দেহ বাঁচিয়ে কল্যাণ—
খাজুরাহো সুন্দরী সে ভাবোন্মাদে ভারতী তরুণী।
তবু—
আশাতীত প্রত্যাশার পাই নাকো শেষ—
অবলা গৌরবে তাই তৃপ্ত ভাগ্য আজো আন্দোলিত ॥

মানস সরোবরে

মানস সরোবরে নেয়ে উঠে—
দেখলাম মানুষের মানচিত্রটা
মৃত্যুকে মাড়িয়ে—
এগিয়ে চলেছে চিরকালের শেষের পর্যায়ে—
দেশে দেশে কালে কালে—
নেপথ্য প্রেরণা মগ্ন অনাগত চঞ্চলের স্রোতে
বাজে ঐ শান্তির সারঙ—এ মাটির প্রাণলগ্নে।
মৃত্তিকার মাংসাঙ্কুরে মানবপুত্রকে মনে পড়ে,
মনে পড়ে—
সুখের সৌভাগ্য গড়া আছে কোন্ সঙ্গে সঙ্কেত
সৃষ্টির স্বকৃতী ঝলমল।

বছরে বছরে—
পেরিয়ে কত বর্তমান
জাগে পরিপূর্ণ সূর্য পরিক্রমায়
স্বস্তিকা সিঁদুরে আঁকা দিন দিগন্তে ঐ
নবজন্মে উত্তীর্ণ হতে
নবাঙ্কুর উন্মুখ সে—প্রসারিত শান্তির দিকে

চিনেছি তাকে

দীর্ঘতম এ জীবন প্রাগৈতিহাসিক।
কত শুক, কত ধ্রুব—দিনরাত, রক্তে তার—
প্রয়াস প্রচুর। সময় সমুদ্র সঙ্গী টিকে গেছে
ভালোমন্দ সমস্ত নিয়মে,
প্রেমের আভায় নীল—মৃত্যুর উপরে।
জনমতে যাহা হোক—জ্ঞানে বিজ্ঞানে,
ঋণ যা করেছি তা গ্রাসাচ্ছাদনে
প্রয়োজনে সবাই শ্রমিক।

আপন ভাগ্যের ভার—রাঙালো সে কিশলয় রঙে
সর্বরিক্ত সভ্যতাকে ঢেকে আছে মানবীয় মেধে
পৃথিবী পীড়িত তাই অসাম্য অন্যায়ে,
স্বর্গের সন্ধানী চোখ—আজো তাই—
উপেক্ষিত বিস্ময়ের বিষে।

আরক্ত আয়ুর বলয়েতে
ব্যাপ্ত দিন ক্ষণে—
মৃত্যুমুখী সুবেশী সন্ধ্যায়—

চিনেছি সে মহৎ মৃত্যু প্রচেতাকে
জীবনের এই কটা দিন ভোর ॥

অপঘাত কাটিয়ে উঠেছি

বিদায় নেবে কি আজ—এ বিশ্বের মাটির সুরভি
স্বাস্থ্যের সঙ্কল্প কাল ফুরোবে কি মরণ প্রণয়ে
মিছিলের মনোবলে করিয়া সম্বল
আগামী শিশুর স্বপ্ন পায়ে পায়ে প্রগল্‌ভ আজ।

দিন রাত্রি ত বটেই
গ্রহ তারা, জন্ম মৃত্যু
উষ্ণ, আর্দ্র—নিস্তব্ধতা, কোলাহল,
যৌক্তিক ও অযৌক্তিক, সব কিছু—
সাধর্ম্য সঙ্গত আজ—
গর্ভিণী সে ভাবনার ভারে।

আমরা পুষ্পক রথে বিশ্বাসী বলেই—উড়েছি আকাশে
রাবণের দশ মাথা তোলে নাকো আতঙ্ক অঙ্কুর
আকাশী উল্লাস লগ্নে গড়ি তাই নিভৃতির ভিত।
মানি নাকো, রক্তঝরা। উপেক্ষা ক্ষমায়—
দূরে রাখি অশ্রুর আশ্রয় ;
আর কোন প্রশ্ন নাই—
মৃত্যুর মহিমাটুকু আসে যায়, কোন ক্ষতি নাই
এ দেহে মৃত্যুর বাসা বানিয়েছে শবের শহর
তবু ওটা ভাবে যদি আপনার ঘর-বাড়ি বলে—
ভুল হবে। ভুল তার ভাঙবেই

এ দেহ নীরস হলে—পরবাসী হবে টিট
একান্ত আপন শ্রমে স্মৃতি নিয়ে পালটাবো কায়া
তখন, তখন সে তো—অর্বুদ আয়ুতে
পাবে নাকো চালাতে এ সুদী কারবার,—
অসংখ্য জারকে জীর্ণ হবে, এ দেহের স্ফীত আয়তনে
সুসভ্য সঙ্গিনে তাকে বিঁধে দিবো ভালবাসা পণে ॥

কে ও ?

সকাল হলে হবে কি বলো চোখে
সাধের ফুল বৃন্তকায়াটিতে
হৃদয় খোলা নীলের ছায়াতলে
ফুটবে কি তা আপন শিখা মেলে ?

রৌদ্রে পোড়া বৃষ্টি ভেজা গাঁয়ে
সবার মনে যাত্রা পথে তারি
নির্ভরকে খাচ্ছে কুরে কুরে—
ব্যর্থ—শুধু মৃত্যু মুখচ্ছবি !
তবুও তার বেদনা চুলে গিয়ে
উঠছে নেয়ে বিন্দু সরোবরে
তৃষা শত দলের রেণু কে ও—
চিরকালই মাথায় মনে মনে ?

আমরা গর্বী শিশু

আমরা গর্বী শিশু
বুকে বাজছে অপ্রসন্ন ডমরু
শহীদ ভঙ্গিতেই এর প্রকাশ নিরঙ্কুশ

নানান ব্যক্তি রূপের প্রতিচ্ছবির স্বচ্ছন্দ উধাও
গতিবেগে
গান গাই শৈশব ময়দানে।
কত মহতের ধুলির চুম্বনে—
আমরা উঠছি কেঁপে,
মৃত্যুর পরেও যে কাঁপন বেঁচে থাকবে।

মাটির তলায় হৃদয়হীন প্রাণীর মত
অন্ধকার রাস্তার বিবেকে ভাবতে পারি—
হাতের কবজিতে বাজতে তার ধাত—

পূর্ণ করছে আজকের স্পুটনিক
বিশ্ব ছাড়িয়ে গেছে লুনিক
নিস্তব্ধতা আমাদের নয়।

বীভৎস ক্ষুধার বাজ বাজায় বিজ্ঞানী
আকাশে বুনেছি জাল। গগনের নীল পেরিয়ে—
ঝাঁপিয়ে পড়েছি চাঁদের গতিতে অসীম সৌরে।
এনেছি গভীর নীলের আশীর্বাদ,
মিশে গেছি উর্ধ্ব ঐক্যে—
সৃজনীর নিয়ন্ত্রিত আচ্ছন্ন কৌশলে।

নেমেছে স্বর্গের সিদ্ধি মর্তের মাটিতে
অসীম নীলের পথ হয়ে গেছে চেনা
রেখে এলাম জীবন্ত পদচিহ্ন।
সৌরলোকের সাথে হলো জানা শোনা
স্বাগত জানাই পুনঃ
আগত সে খুশীর যৌবনে।

মিলনায়তনে

ধুলোর ধরায় আমরা
অনুসারী হয়ে এলাম এখানে
দশ তেলের জীবনে ;
স্বর্গ গড়া সূচীপত্রে টুঁটি টেপা আজন্ম আলাপে।

অন্তর দুঃখের দাবদাহের দিনাতিপাতে
নিরুদ্যম হই না আমরা।
রূপ থাকে না একই রূপে
আতঙ্ক কাল নয় চিরকাল জানি,
তাই বিলুপ্তির গর্ভে তাদের নির্দেশ দিচ্ছি।
আর জীবন সুবর্ণ সেতু যেটা
সেটা পূর্বতনের অন্তরালোকে উন্মোচন করছে—
প্রাণ পঙ্কিল সরণী
অঙ্কুরোদ্গমের ঔজ্জ্বল্যে।

অনুধ্যানে শুনি তাই আশ্বাসের সুর
জনসেবা আর আহুতির স্ফূর্তি
সমাজের স্তরে স্তরে সম্প্রসারিত
পেয়েছি তাই বিশ্ব অধিকার।

কালের লাগাম ধরে প্রতিটি প্রাণের বিনিময়ে
এ লোকের অধিকার বয়ে নিয়ে চলে
ষড়ঋতু পদার্পণ।

মানব বেদনা সীমা উপড়াতে
হার মানে জীবন বরেণ্য ভগবান।

আমাদের পরিমাপে
নাই কারো সচ্ছল প্রত্যাশা।

তবু মৃত্যু মগ্ন বেদনার তীর্থদ্বীপে
জীবনের সামঞ্জস্যের প্রতিকৃতি আমরাই।
শোন ঐ অগণিত স্পুটনিক পদধ্বনিতে
শোন কান পেতে ॥

রেশ

নবোন্মেষে নিত্য সঙ্গী
লীলাবতী অনুকৃতি লুনিক বাহার।
জীবন বেষ্টনি ভাঙা মৃত্যুস্নাত সৃজন সরণী।

প্রশ্ন তার চিরন্তনী মরণের পরে
কল্পনার কান্তি নিয়ে আসে যেন অসীম আগামী
আসে নিত্য অফুরন্ত সমীপ্যের মীড়ে
স্মরণেও মরে না সে জীবনের স্বকৃতি স্বরূপ।

এইরূপে চলে সৃষ্টি সোপানে সোপানে
বিরহ বাঁধন ছেঁড়া অনন্ত ব্যঞ্জনা
ধ্বনিত সে ঐক্যের দ্যুতিতে ;
মাটির মজ্জার থেকে ছড়ানো আকাশে
অভ্যাসের পরিধি পেরিয়ে—
হারানো মনের কোন কোণে—
প্রগল্ভ পল্লবের রহস্য ইঙ্গিতে
ছাঁটাকাটা ছিমছাম স্তবকে স্তবকে—
আপনাকে করে নিয়ন্ত্রিত।

আমরা সবাই
আগামী অরুণোদয়ে প্রতিনিয়তই
পান করি প্রাণরশ্মি সমুৎসুক জীবনের রঙ্গে।
আমরা তো ঝরে যাবো।
তবু তার ফুরোবে না রঞ্জনের রেশ॥

নৃশংসতার অধ্যায় কে অতিক্রম করে

নৃশংসতার অধ্যায় কে অতিক্রম করে
মানুষ যে সৌহার্দে সাঁতার কাটলে
রেশ তার বাজে শুধু দেশে দেশে ক্ষয়িষ্ণু বিকাশে
অতীত বিকৃতি পানে প্রগতির দিগন্ত গড়ায়।

বিশ্বমৈত্রে বিশ্বাস হারাই
তবু তাকে ভুলতে পারি না।
উৎবর্তনী ইতিহাসে নেওয়া যাক প্রভূত প্রমাণ :

মানুষের ভাগ্যাকাশে মৃত্যুর প্রাক্কালে
বার বার হারিয়ে যাওয়া জীবনের কৃষ্ণ মেঘ
বাসা বাঁধে রন্ধ্রে রন্ধ্রে—
প্রত্যঙ্গের সুদীর্ঘ শিরায়
বাস্তব গলিতে বেগে।

প্রাণদণ্ডের তরে
প্রগতি লেজুড়ে বন্দী—সাধারণের অক্ষমতা
তবু তার ছোঁয়াচ কাটিয়ে
সাধারণের ঘনিষ্ঠ হবার বিপ্লব কাল ফুরোয়নি,
ওতপ্রোত লক্ষের সুস্পষ্ট সংঘাতে প্রসারিত
ঐ আসে অভিনব জীবন সকাল॥

মাটির মোহরে ছাপা

একালের প্রবণতা পোশাকী কৌলিক
বৈষ্ণব ব্যাখ্যার মত বল কি সে অধরা বিষয় ?

কি বুঝি শান্তির স্বাদ—ছাড়ি নাই আন্তঃলালসায়
দুর্বলে করেছি ঘৃণা—অক্ষমের এই ইতিহাস।

স্নেহের সান্নিধ্যে যার অপরূপ বেদনার ভার
অনিবার্য অন্তব্যয়ে ভুলো নাকো জরায়ুর জীব
কেন কাঁদ প্রেমরিক্ত এ জনস্থলীতে।

নিরুত্তর স্রোতে ভাসা শ্যাম সমাচারে
শোন নি কি সম্ভাবনা তার—···

অনন্ত আষাঢ় শেষে মাটি ভোর ভাদ্র পচানিতে
জমে কোন্ শারদ শাসানি,
বীজের বুনুনি নিয়ে আসে সেই আগামী অঙ্কুর
খুশীর উত্তাপ রাঙা আয়ুর অক্ষরে—
প্রীতির প্রান্তর তীর্থে পণ্য পতাকায় !

বিলোবে সে বারো মাস নব জন্ম পদচারণায়
আরক্ত কামনা ঝরা আঢেল আশ্বাস
আগত যা অনুচার—
সিন্ধু স্বাদ—শিল্পের স্বরূপে
মাটির মোহরে ছাপা—এই তিলোত্তমা ॥

আমাকে যেতে দাও—আমাকে

গাছের ডাল থেকে দিনের সূর্য
খসে পড়লো ঝরা পাতার মত—
নির্বাক নৈরাশ্যের পদক্ষেপে।

বাসনার ঝলকানি মুক্ত করলো মাটিকে
জীবন অবসাদের গহ্বরে—
রক্তে, মাংসে, পেশীর পর্দাতে
ভারি কর ভূমিকায়।

নিবদ্ধ নীলাভকে ভেদ করে—
তুলে উঠলো প্রসার প্রস্তৃত
আমার আলোকিত আতর অনিবার্য আহ্বান।

তারার নীরব রবে শুনি :

আকাশের রূপোলি হৃদপিণ্ডটা
বলে যাচ্ছে তার ইতিহাস,
আঁধার রাতে বনের ফুলের মত
ছড়িয়ে দিচ্ছে কার কান্নার রূপক,
সবুজ তীরে ঘেরা—নীরব স্বপ্ন।

যেন ঘুমিয়ে আছে—ফোঁটায় ফোঁটায়
আমাদের কত কালের গল্প,
গুঁড়ি মেরে চলে যাচ্ছে…
বাষ্পায়িত মৃত্যুর ক্ষণরসায়নে।

শহর সাগর সঙ্গে নিয়ে
ভালবাসার চোখের মত ঘুরছে কত গ্রহতারা,
সবুজের অগ্নিকণা তার অন্তর আকাশে,
তবু আমরা পড়ে আছি—
কত হাজার বছরের ভালবাসা নিয়ে।

মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া
দিনের গোল হাতখানার মত—

আমায় যেতে দাও।
পথ করে দাও
নোঙর বাঁধতে মহাশূন্যে—
চলতি ধরনের সামঞ্জস্যে॥

শহর থেকে দূরে

শহর থেকে দূরে
গ্রাম্য থেকে গ্রামে
যেখানে আশ্চর্য প্রাণ স্তব্ধ হয়ে আছে
তাদের সাধ অনাঘ্রাতই রইলো!
এখানে আমরা দেখছি—
নানা দেশের ভুখা জড়ো হচ্ছে দিন দিন
ধর্মের অধর্মটা বাসনায় মুকুলিত হয়ে
ধ্বংসের হাতছানি দিচ্ছে
আর ভরিয়ে দিচ্ছে অবিশ্বাসের অজস্রতায়।

আর তার চার পাশের
শহর জীবনের যবনিকা
চরিত্রকে করছে অকুশল
শহরে সভ্যতা—অসহায়ে পথ আগলিয়ে
মানুষের জীবন পথ করে তুলছে পিচ্ছিল,
শোষণের প্রাঞ্জলতায়
নগণ্য প্রাণের পণ্যে কঙ্কালের মুক্তি করেছে সহজ,
আর ত্যাগ সেবার প্রতি শক্তিকে করেছে ব্যর্থ।

তাহলে বাস্তবের রূপায়ণে
নগ্নতার মাঝে কে নেবে দুঃখের অংশ

মৃত্যু—
বেশ,
তাই হবে,
মৃত্যু দিয়ে পেতে হবে জীবনকে
নবজীবনের নির্বাক বিস্ময়কে
তবেই প্রতিষ্ঠা হবে দিব্য সত্যের
যাকে, জননীর মত লালন করছে ধরিত্রী—

সেই মৃত্যুর অস্ত্রের উৎকণ্ঠায়
সেই বিহ্বলতায়
পেতে হবে উপলব্ধিতে।

কিন্তু কেমন করে ?
কেমন করে পাব সেই দিক্‌সীমার গবাক্ষের সম্মুখে
সেই নিরাসক্তের পূর্ণ অবয়ব।

যেমন করে ধনুক-বাঁকা দিগন্তে
প্রাণের অরণ্য বাসা বাঁধে
আর তার বিনম্র শান্তি
দুহাতে জড়িয়ে ধরতে চায়
বিশ্বময় আদিম ধ্বনির সন্তানকে
তেমনি করে,
আমরা পাব সেই জীবন অস্তিত্বকে
মিলিয়ে যাওয়া পায়ে চলার দাগে
যেখানে দুবেলা দুই অরুণরাঙা চুম্বন
আভাস দেয় আনন্দের
সেইখানে॥

মাটিতে পা রেখে—মানুষ

মাটিতে পা রেখে মানুষ খোঁজ
দেখবে
প্রাণ ছাড়া নয় গাঁয়ের মানুষ।
মানুষের পেট ভরাবার দায় যাদের—
তাদের শতাব্দীগুলো অস্তিত্ব বজায় রেখেই ক্ষান্ত।

সর্বহারা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন
সামনে তার শত বর্ষ,
মৃত্যু যাদের মাঠের সবুজ আগুন নেভাতে পারে নি
যারা পৃথিবীর জীবনকে দিন দিন ভরে দিচ্ছে আয়ুতে
এই সব অগণিতের গানে
ভরে ওঠে নি আকাশ বাতাস,
আজো মুঠোর মধ্যে আসে নি তাদের জীবন সামগ্রী।

রবীন্দ্রনাথের ঐকতানে ভরে উঠেছে অঞ্জলি।
তবু
যন্ত্র-নেশায় মাতাল বিশ্ব-লোক
অসহ্য যন্ত্রণায় মরছে।

তা হোক
অহমিকার আস্ফালনে উপেক্ষিত জনসমুদ্রের তীরে তীরে
সূর্যের কিরণজ্বালা ক্রান্তিতে ক্রান্তিতে
স্বপ্ন দেখে সোনার ধানে শরীরী পৃথিবী,
এর কারণ কি জান ?···
মাটির মানুষগুলো দিন দিন আঁচড় কাটে মাটিতে
বীজ বোনে শিরেলায় শিরেলায়,
আর পাতাল থেকে কোটি কোটি ধান শিশু

প্রসারিত করে মাটির গর্ভের সবুজ বাহু,
নূতনের পদচিহ্নে ঢেকে দেয় ফুলের আগুন
আলোর আড়াল ছাপিয়ে ওঠে সোনার ফসল
প্রাণলক্ষ্মী মাটি,—সারা তুনিয়ার ক্ষিদের অন্নে
জুড়িয়ে দেয় জীবনটাকে ॥

ওরা

ওরা আসছে—ওরা
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে
পরিবেশ পাখনায় চুমুক দিতে দিতে—
ভীড়ে ভীড় উদ্বেল স্ফূর্তিতে,
প্রণয়পিষ্ট স্পষ্ট পরিসরে।

আমরা যারা মনের অন্ধকারকে
সারা পৃথিবীতে নিশীথিনীর মত ছড়িয়ে দিচ্ছি
সেই প্রণয় লোলুপতা কে অতিক্রম করে
উথলে উঠছে তাদের উজ্জ্বলতা
ভবিষ্যতের ভাবে—অনিবার্য আবির্ভাবে।

ঐ রাশ-রাশ জীবন কণিকা
মৃত্যু ও ধ্বংস ঘেরা অশান্তিনিবাসী
সত্যের শহীদ তারা,
গলাচেরা প্রায় আর্তনাদে—
গড়ান জলের মত
অস্থির উদ্দাম জেদী।

শতাব্দী সঞ্চিত কোন
আদিম আনুগত্যে শৃঙ্খলিত

বিষণ্ণ বিলাপে মগ্ন কোটি কোটি মুখ
আজ্ব বাঁচার জন্য তৈরী।

গর্ভিণী নিখিল যা বিয়োয় সবুজে
উৎসে তার বসন্তের বীজ,
সেই মত বনের গতিতে
বাস্তব উত্তপ্ত-অন্তর বালুকাবেলায়
আছে যে স্মৃতির রব
সেই গর্বিত জোয়ারেতে উঠছে তাদের মন,
প্রণয় পৌঁছানো বিপ্লবের রূপানন্দে।
ওরা আসছে—ওরা॥

বাংলা

কবে যে খুলেছো দ্বারকার দ্বার
করো নি বন্ধ একদিন আর
ধর্মে কর্মে এক করে অবশেষে
ধন্য আজ কি বিচিত্র সমাবেশে।

অভ্যাগতের নেইকো অন্ত
অনেক অঙ্ক এ পর্যন্ত
হয়েছে যে তোলা আপন মূল্যে মানি
মহতী কীর্তির সৃষ্টির যুগবাণী!

নবোন্মেষের দিন যাত্রায়
পিছিয়ে রাখ নি পুরানো কোঠায়
নিজকীয় ছেড়ে যুগপরিমিত কাজে
পথ পাও খুঁজে—দুর্গমতার মাঝে
নানা দেবদেবী নানা রীতিনীতি মিলে
ভবিষ্যে ডাক দিলে॥

আলাভোলা ! আহা !

বদ্ধঘরে আলো জ্বালা অফিস
অদ্ভুত গভীর শোভা
কি এক তীব্র লোলুপতাকে
চেয়ারে আটকে রাখা।

বাঘ নেই, ভালুক নেই
কেবলি হুজুর হুজুর।
মোটর, রেল, উড়োজাহাজ
রেশন, আদালত, ইউনিয়ন
সব জায়গায় সভ্যকাণ্ডের শ্লোক আওড়ান।

বর্তমানের ধার ঘেঁষে তার পথ
উৎসাহের আবৃত্তিতে বিপন্ন।
নিবিড় নিমিত্তে দালালি,
নীল মেঘে কিংবা নৈষধচরিতে
খুব জোর—
সাংবাদিকের সমাজ মানসে
বাণী বিনিময় চলে একালে।
সমকালীন যুগজীবনের একনিষ্ঠ অধ্যয়নে সমৃদ্ধ জীবন
যথাসর্বস্ব অপহরণের আশঙ্কায়
গোনা দিনগুলো
অদৃশ্য বিচারকের হাত তুলে দিয়ে
শূন্যের সুবাসে মিলিয়ে যাওয়া আশালতা,
না হয়, পাপপুণ্য, সুখদুঃখহীন উপাধিধারী
ঋষির পদবীতে উত্তীর্ণ।

এদের যখন জীবনই নাই ত জীবনচরিত।
এরা জীবনের সুখে সুখী
বিশ শতকের বুনো,
দেখলে পতিতপাবনের প্রাণ যায় উড়ে,
আহা! কি দুর্দশা!

কেউ ক্ষেপালে ক্ষ্যাপে
তা না হলে মরবে তবু গোঁসাইকে ছাড়বে না।
তারা যতই ঝোঁটিয়ে দিক—
তবু তাদের খোশামোদের রহস্যকে নিকনো যাবে না।
আর এ লোকাকাশ যে আপেক্ষিক
তাই আবার বলি আহা!
আলাভোলা আহা!

আজ এই বসন্ত বাতাসে

আজ এই বসন্ত বাতাসে
শুনি শুধু হৃদয়ের গান,
সন্ধ্যায় কুলায়ে কোন পিপাসিত প্রাণ
স্বীকৃত ও সম্মানিত আপনার সৃষ্টি পরিচয়ে—
স্বপ্নগন্ধ কামনার প্রণয় পাত্রের
খুশীর জীবনস্রোতে পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে
দুর্লভ আরাম খোঁজে যুগল জোয়ারে!

মানুষের চারিভিতে অতুল পৃথ্বীর
বাস্তবের উত্তরণে স্বপন কলিজা
আবহকালের টানে যত্ন স্বার্থভরা,
চতুর সতর্ক প্রেমে—পৃথিবী অর্থই।

ভাল লাগা ছবি এই জীবনের অবোধ আহ্লাদে
সমুজ্জ্বল স্মরণীয় বিদ্রোহের ঋতুর ফসলে
কাটে না প্রহর তবু—শারদ সম্ভারে
বিষাদ ব্যথার পণ—এই চির নীতি
বেদনা কৃত্রিম ভরা নিখিলের স্মৃতি।
জীবনতরঙ্গ নিয়ে আনন্দ উদ্বেগে
বেঁচে আছে বিশ্বস্রোত আকাশ আড়ালে
রোমে রোমে অনির্বাণ স্বপ্নের সংঘাতে।

উদ্বেল অন্তিমে যারা রসদ যোগায়
আমি তারি এক কণা-ঝরা মেহনতে
সুখের শাবক মাত্র।
কখন পা ভেঙে পড়ি বিষণ্ণ কান্নায়
কখন বা হাসির সঙ্গে ভেসে
ভালবাসি ভালমন্দে মর্ত্যের মানুষ।

সমতল মুখশ্রীর এ স্বপ্নিল স্রোতের সীমায়
ক্ষয়িষ্ণু যন্ত্রণা ছিন্ন নির্বাসিত পৃথিবীর পায়ে
বিদীর্ণ বুকের রক্তে—
মানুষী মমতা রম্য বিশ্বব্যাপী প্রাণের মুঠোয়
সে দিগন্ত নিয়ত উন্মীল।

মিলন ব্যথায় দীপ্ত পৃথিবী তোমার
যন্ত্রণা পশ্চাতে কার আছে যে উদ্দেশ
তাই সেই রূপান্তরে বেদনা হারাই
মাঠে যাই প্রতিদিন উন্মীলিত প্রেমের প্রবাহে
ছাড়ি না সে ভয়াল আশ্বাসে।

রোদ মাখা মাঠে মাঠে সুখসঙ্গ প্রাণ
কথা বলে সাঙ্কেতিক ক্ষেত।
হাঁটে গাছ, হাঁটে পাতা, হাঁটে ধুলি,
হাঁটে তার সর্বস্ব শরীর হাওয়ার নির্জনে,
বুকে নিয়ে আলোর আকাশ
কান্নার কাজল ঝরা প্রাঙ্গণ বিস্তারে।
কিন্তু হায়—
এ মৃত্যুর পাশাপাশি মঞ্জরিত অরণ্যের মত
চিরন্তন পথচারী নেয় নি বিশ্রাম ॥

জয়তুং দেহি

ভস্ম মাখা ধূসর পটে আয়ুর সীমাশেষে
কাম্যকূপে শান্তি ফোঁটা মুক্তাটুকু প্রায়
অভেদ গিরি দীর্ণ করা ক্ষণিক ক্ষমাটিতে
চাতক তনু শবরী হয়ে বরষা নিয়ে চোখে
অনেক বাকি অনাগতের দৃষ্টি পরিধিতে
রম্য রামে প্রণয় দিয়ে এলুম এঁকে মনে
রক্তে মেশা আপন বিষে মরছে মাথা কুটে।

সবার পায়ে মাড়াই যত নগ্ন ধূলি বুক
শুচিতা আর গন্ধ নিয়ে ধন্য করি নাম
শাণিত শর বক্ষে তত উগ্র উল্লাসে
কালের ধোঁয়া ধোঁয়ায় মনে বিনীত বাতায়নে
দূরায়মান মিনার গায়ে মুগ্ধ মরীচিকা
"কাকাতোয়া" ধ্বনির আলো গুমরে মরে জ্বলে।

সকল হারা সামান্যতা পথের সুখমোহে
হারায় নাকো পথের ধুলো জীবন সুরটিকে
ভাবনা ভাবে প্রসবকাল হোক্ না প্রতিহত
বাড়ায় সে তো হৃদয় আয়ু উদর উজ্জ্বল,
বিশ্ব অবগুণ্ঠনে ঐ ধুলোর ওষ্ঠপুটে
"জয়ং দেহি" জীবনশিলা অর্থ ওঠে ফুটে ॥

কথায় বলে

কথায় বলে ঝরনা নদী পাহাড় ক্ষেতে খেটে
দেনার দায়ে সঞ্চয়ে কোন সদুপায় না দেখি
থাকছি পড়ে খোলাম কুচি—বিশ্রী ধুলো হয়ে,

কিংবা যেন মর্গে কাটা লাশের মত ছাঁটা
আরও আলো মলিন করা চাহুনি নির্বাক
ফুরিয়ে ফেলি আপনাকে এ ভাপসা পরিবেশে।

অনড় মেরু শৃঙ্গ ভাঙা প্রাণার্পণে যদি
কৃতজ্ঞতা দায় না থাকে বিবেক ব্যয়ে কারো
অন্ধকারে মগ্ন তারা হবেই এককালে ;

কারণ ঝাল খোল ও যদি মিথ্যা হবে তাও ॥

একান্ত—এ

কামান, গোলা, বারুদ, বোমা ঘুচিয়ে দিও সব।
দেখ না ঐ ভবিষ্যতে অকূল উপকূলে
পিণ্ডাকারে প্রস্তাবিত সাম্য সমাপনে
ভিড়ছে তরী আপন খুশী বারিধি কর ধরি,

থাকুক যত বিভিন্নতা পরিচয়ের দায়ে
শবের থেকে শিব যে ওঠে—নিগূঢ় কথা এটি ।

ধূসর মরু বন্যবুকে ছড়ানো বিস্ময়ে
লেজে ভরটা গলার জোরে কথার কলরোলে
ভদ্রবেশী ভণ্ডামিতে আগলে থাকে পথ
রোমিও গতি ভয়াল অতি—পুত্তলিকা পুনঃ
ফিরতে তাকে হবেই হবে শুধুই রাঙা পায়
দন্তোদ্গম হবেই বুঝি চোখের খরশরে ।

অনড় শিলা দেবতা দেরি এতই সমারোহ
শরীরী মুখ মুখর এত দেখি না তল্লাশে
একক হয়ে অসংখ্যে সে যুক্ত সকলেতে
একান্ত এ মিলন তাঁত মুক্ত ফলকেতে ॥

‘ভূর্ভুবঃস্বঃ’

ভূর্ভুবঃস্বঃ মাটির বুকে বাতাস আলো ফেলে
ফোটালে কে সে লক্ষ ফুলডালি ?
চুমকি ভরা গঙ্গা গতি নিয়ে—
ফুটলো কলি দিব্য দাম তার
মরুর মাঝে করুণা এলো কার !

তৃণের পথে কুঞ্জ পাকে পাকে
রক্তে মেশা আদিম তৃষা রবি
স্বর্গনোয়া দিগন্তেরি বুকে
সবার ক্ষুধা সদাই রাখে জ্বেলে ।

অগাধ জল 'অর্ফিউসী' সাধে
বৃত্তঘেরা চিত্ত নীহারিকা।
আবেশে তারি সজীব হৃদিপটে
ছোট্ট কথা অলক্তকে লেখা—
'ভূর্ভুবঃস্বঃ' সুরটি আছে জেগে ॥

শহরিকার শূন্যে ঝরা

শহরিকার শূন্যে ঝরা কিরণলেখা থেকে
উপায় শিখে আহার এবং ব্যবহারের তরে
বুদ্ধিজোরে করছি দেহ সুশোভিত, আরো,—

দুঃখ চাপি অন্নমারা বেতনভোগী হয়ে
ঋণের দায়ে ব্যবসা ফাঁদি, গালাগালি প্রেমে
কাজ কি তবে লোষ্ট্রাঘাতে অবোধ পর্বতে।

বনস্পতি দৃপ্ততেজে তুলুক মাথা দেখি
প্রতিটি ঠোঁট নড়ুক আরো—পীড়িত প্রত্যয়ে
প্রশ্বাস জল পড়বে ঝরে স্তব্ধ ওরা হবে ;

থামিয়ে দেবে দাবার বোড়ে অশ্রু আলোড়ন
মনীষী-কথা নিঃস্ব নয়—জীবন বাধাহীন ॥

সমাপ্ত

সংশোধন পত্র

পাত	সারি	ভুল	ঠিক
২	১৪	শোভায়	শোভন
৭	৬	করে	লয়ে
”	১৪	নরের	মরের
১১	৯	বিস্তারের	বিস্ময়ের
১৩	২২	রচনা মৃত	বচনামৃত
১৪	১	রনে	রূপে
”	৮	এনে	পণে
১৬	২	মূলে	মুখে
”	৬	সব	শব
”	১৪	তেমস্ত	তেজং
১৭	১০	সব	শব
১৮	২	অনীক্ষা	অন্বীক্ষা
২০	৮	পোয়ে	পেয়ে
২১	১৯	উদ্বত্ত	উদ্বৃত্ত
২২	২১	বোঝা	বোনা
২৪	১২	বৃতে	বস্তে
”	১৩	এ	×
”	”	হাস্নক	হাঁ। মুখ
”	১৫	নষ্ট	নখ
২৫	১০	শ্নন্যের	শূন্যের
২৭	৩	কাঁপা	ফাঁপা
”	×	তন্নকে	তন্নতে
২৮	২৫	আমানরে	অমানবে
৩২	৮	ফ্রেম	প্রেম
”	১৪	বিষ্ণ	বিষন্ন
৩৩	১৬	যোনিতে	শোণিতে
৩৪	৬	এ কপুর	এক পুর
”	১৮	বিলগ	বিলগ্ন
৩৫	৩	প্রত্যক্ষর	প্রত্যাক্ষের
৩৭	১২	দোলে	গলে

পাতা	সারি	ভুল	ঠিক
৩৮	৮	আলোক	অশোক
"	২৩	সঙ্গে	সাঙ্গ
৭১	১৩	নির্ভর কে	নির্ভরে কে
"	১৫	চলে	ভুলে
"	১৭	তৃষা	তৃষ্ণা
৪২	৯	বাজতে	বাজছে
৪৩	৬	দশ	নূন
২৫	৩	রঙ্গে	রঙে
৪৭	৪	ভারি কর	ভারিক্কির
"	৭	আন্তর	আত্মার
৪৮	১৭	শহরে	শহুরে
"	২১	প্রতিশক্তি	প্রতিশ্রুতি
৪৯	৮	অস্তের	অন্তর
৫১	১৫	ভাবে	ভারে
৫৫	১২	পা	বা
"	১৩	বা	×
৫৬	২২	কাকাতোয়া	ক্রাকাতোয়া
"	১৫	এলুস	এলুন
৫৭	৪	উদর	উদার
"	৩	ভাবে	ভারে
"	১৫	অন্নকারে	অন্ধকারে
৫৮	১৩	ভূর্ভুবঃ	(বাদ)
৫৯	১	জল	জন